দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 04 APR 1994 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

প্রধান ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের মেয়াদ শেষ অথচ কোথাও নির্বাচন হচ্ছে না

শরীফুজ্জামান পিন্টু

দেশের প্রধান ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্র সংসদে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও এসব ছাত্র সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। ফলে ব্যাহত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী বঞ্চিত হচ্ছে ভোট প্রদানের রাজনৈতিক অধিকার থেকে। অথচ প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের মেয়াদ দীর্ঘদিন উত্তীর্ণ হলেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। এগুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন বন্ধ রয়েছে প্রায় চার বছর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সেকেন্ড পার্লামেন্ট নামে খ্যাত ডাকসু'র সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯০ সালের ৬ জানুয়ারি। '৯১ সালে কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের উদ্যোগ নিলেও ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে মতবিরোধ ও সন্ত্রাসের ফলে তা স্থগিত হয়ে যায়। এ বছর ১২ এপ্রিল কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলেও ছাত্রলীগের নেতিবাচক অবস্থানের প্রেক্ষিতে আবারও স্থগিত হয় ডাকসু নির্বাচন। এ ক্ষেত্রে ছাত্রলীগের প্রথম দাবি ছিল ক্যাম্পাসে সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করা। বর্তমান উপাচার্য পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছেন, বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে। এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠন উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে। ছাত্রলীগ আরও ঘোষণা করেছে যে, বর্তমান উপাচার্যের অধীনে তারা নির্বাচনে অংশ নেবে না। নির্বাচিত বর্তমান উপাচার্যের ক্ষমতায় থাকার মেয়াদ রয়েছে এখনও প্রায় তিন বছর। সংগঠনের এ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ডাকসু নির্বাচনের সম্ভাবনা একেবারে ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। এদিকে ছাত্রদল এক মাসের মধ্যে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে। যদি উপাচার্য নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করতে ব্যর্থ হন তাহলে ছাত্রদলও উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করবে বলে সংগঠন সূত্রে জানা গেছে। সব মিলিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্থিতি ধীরে ধীরে আবারও অবনতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাকসু নির্বাচনের মেয়াদও উত্তীর্ণ হয়েছে চার বছর। গত '৯০ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনসমূহের প্যানেল (যা বর্তমানে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য বলে পরিচিত) জিএস ও এজিএস পদসহ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ছাত্রদল ভিপি ও একটি সিনেট সদস্যপদে জয়ী হয়। ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবির এ নির্বাচনে কোন পদ পায়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মেয়াদ উত্তীর্ণ রাকসু বাতিল করলেও নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেননি। জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩টি হলের মধ্যে জোহা ও আমীর আলী হলসহ কয়েকটি হলে ছাত্র শিবির সশস্ত্র ঘাঁটি স্থাপন করেছে। রাকসু নির্বাচন সম্পন্ন ও ক্যাম্পাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য কর্তৃপক্ষ কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়নি বলে রাকসু'র সাবেক জিএস রুহুল কুদ্দুস বাবু জানান।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বশেষ ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় '৯০ সালে। ক্যাম্পাসে চাকসু'র কোন ভূমিকা নেই। চাকসু নেতাদের প্রায় সবাই ব্যবসা, চাকরি ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। গত চাকসুতে শিবিরবিরোধী সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করে। ভরাডুবি ঘটে ছাত্র শিবিরের। জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের পাঁচটি হলেই শিবির সশস্ত্র ঘাঁটি স্থাপন করেছে। ক্যাম্পাসে কোন্ অনুষ্ঠানটি হওয়া উচিত বা হতে পারে তারও নীতি-নির্ধারক এই ছাত্র সংগঠনটি। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র জানান, জনপ্রিয়তার দিক থেকে ছাত্রঐক্যভুক্ত ছাত্র সংগঠনসমূহ এগিয়ে থাকলেও সর্বাধুনিক অস্ত্রের কাছে সবাই জিম্মি হয়ে পড়ছে। এদিকে নির্বাচনের দাবিতে কিছুদিন আগে চাকসুতে নির্বাচিত ছাত্রলীগ সদস্যরা পদত্যাগ করেছেন। তবু নির্বাচনের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক কোন উদ্যোগ ও সাড়া মিলছে না কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

জাকসু'র মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে প্রায় নয় মাস। গত নির্বাচনে ছাত্রদল প্রার্থীরা পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করে। কিন্তু ১৯৯৩ সালের ২৯ জুলাই শিক্ষক লাঞ্ছিত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ও অস্থানীয় গ্রুপের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ দু'গ্রুপের কোন্দলের জের হিসাবে গত ১০ ফেব্রুয়ারি ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করা হয়। অর্ধশতদিন বন্ধ থাকার পর ২ এপ্রিল ক্যাম্পাসের হলগুলো খুলে দেয়া হয়। এদিকে জাকসু'র অধিকাংশ নেতা অস্থানীয় গ্রুপকে মদদ দিচ্ছে বলে জানা গেছে। জাকসু নির্বাচনের দাবিতে ছাত্রলীগ (ম-ই) ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য পৃথক পৃথকভাবে উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি দিলেও নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হয়নি। কারণ স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে প্রায় এক বছর ধরে সঙ্কট চলছে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে। অস্থায়ী উপাচার্যের পক্ষে ও বিপক্ষে অবস্থান করছেন শিক্ষকদের দু'টি গ্রুপ। সম্প্রতি শিক্ষকদের আরও একটি নতুন গ্রুপের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের আগে জাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

প্রায় পাঁচ মাস অতিবাহিত হয়েছে ইউকসু'র মেয়াদ। গত নির্বাচনে সাতটি পদের মধ্যে ছাত্রদল ৪টি, ছাত্র ইউনিয়ন দু'টি ও জাসদ ছাত্রলীগ একটি পদে জয়ী হয়। '৯৩ সালের শেষদিকে ছাত্র সংগঠনসমূহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এক পর্যায়ে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে উপাচার্য ছাত্রদের অধিকাংশ দাবি মেনে নেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা বেতন-ভাতা ও বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে। ক্যাম্পাস চত্বর ছাত্রদের আন্দোলনের পরিবর্তে কর্মচারীদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। মাঝেমধ্যে কর্মচারীদের ধর্মঘট পালনের জন্য ব্যাহত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমি ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড। এসব কারণে ইউকসু নির্বাচনের বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে আছে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের মেয়াদ এক বছর আগেই শেষ হয়েছে। গত নির্বাচনে ছাত্রলীগ (ম-ই) ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য নির্বাচন বর্জন করে। একমাত্র ছাত্রদল ও ছাত্র শিবির নির্বাচনে অংশ নেয় এবং জয়লাভ করে ছাত্রদল। বর্তমানে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে মাঝেমধ্যে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। টেকনিক্যাল কাজ ও পড়াশোনার চাপে ছাত্ররা নির্বাচনের দাবিতে কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও নির্বাচনের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করছেন না। যার ফলে এখানকার ছাত্ররাও ভোটাধিকার প্রয়োগ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে।